ডাকাতের গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্পে যা আছে

একটা সময় ছিল, যখন পথে-ঘাটে ডাকাতির ভয় ছিল খুব। নির্জন পথে কিংবা লোকালয়হীন বড়ো মাঠে ডাকাতরা ওত পেতে বসে থাকত। পথচারী এলেই ডাকাতের দল ঝাঁপিয়ে পড়ত তার উপর। সর্বস্ব কেড়ে নিত। মারধোর করত। এইসব ডাকাতদলকে নিয়ে নানান গল্প আছে। তেমনই এক ডাকাত দলের কথা জানা যাবে এই গল্পে।

লেখক প্রসঙ্গে

নাম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
জন্ম	৭মে, ১৮৬১
জন্মস্থান	কলকাতার জোড়াসাঁকো।
পিতা	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাতা	সারদা দেবী।
উপাধি	বিশ্বকবি, কবিগুরু।
বিখ্যাত গ্রন্থ	বৌ ঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরি, বাল্মীকি প্রতিভা, নষ্ট নীড়, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নপত্র, জীবনস্মৃতি প্রভৃতি।
মৃত্যু	৭ আগস্ট, ১৯৪১

Scanned with CamScanner

গুপ্তিপাড়ার বিশ্বম্ভরবাবু পাল্‌কি চড়ে চলেছেন সপ্তগ্রাম। ফাল্গুন মাস। কিন্তু এখনো খুব ঠান্ডা। কিছু আগে প্রায় সপ্তাহ ধ'রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিশ্বম্ভরবাবুর গায়ে এক মোটা কম্বল। পাল্‌কির সঙ্গে চলেছে তাঁর শম্ভু চাকর, হাতে এক লম্বা লাঠি। পাল্‌কির ছাদে ওষুধের বাক্স, দড়ি দিয়ে বাঁধা। শম্ভুর গায়ে অদ্ভুত জোর। একবার কুম্ভীরার জঙ্গলে তাকে ভল্লুকে ধরেছিল। সঙ্গে বন্দুক ছিল না। সুদ্ধ কেবল লাঠি নিয়ে ভল্লুকের সঙ্গে তার যুদ্ধ হল। শম্ভুর হাতের লাঠি খেয়ে ভল্লুকের মেরুদণ্ড গেল ভেঙে। তার আর উত্থানশক্তি রইল না। আর-একবার শম্ভু বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে গিয়েছিল স্বর্ণগঞ্জে। সেখানে পদ্মানদীর চরে রান্না চড়াতে হবে। তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন। পদ্মার ধারে ছোটো ছোটো ঝাউ গাছের জঙ্গল। উনান ধরানো চাই। দা দিয়ে শম্ভু ঝাউডাল কেটে আঁটি বাঁধল। অসহ্য রৌদ্র। বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে। নদীতে শম্ভু জল খেতে গেল। এমন সময় দেখলে, একটা বাছুরকে ধরেছে কুমিরে। শম্ভু এক লম্ফে জলে পড়ে কুমিরের পিঠে চড়ে বসল। দা নিয়ে তার গলায় পোঁচ দিতে লাগল। জল লাল হয়ে উঠল রক্তে। কুমির যন্ত্রণায় বাছুরকে দিল ছেড়ে। শম্ভু সাঁতার দিয়ে ডাঙায় উঠে এল।

বিশ্বম্ভরবাবু ডাক্তার। রোগী দেখতে চলেছেন বহু দূরে। সেখানে ইস্‌টিমার-ঘাটের ইস্‌টেশন-মাস্টার মধু বিশ্বাস। তাঁর ছোটো ছেলের অন্ত্রশূল, বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

বিষ্ণুপুরের পশ্চিম ধারের মাঠ প্রকাণ্ড। সেখানে যখন পাল্‌কি এল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাখাল গোরু নিয়ে গোষ্ঠে ফিরে চলেছে। বিশ্বম্ভরবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে বাপু, সপ্তগ্রাম কত দূরে বলতে পার?"

রাখাল বললে, "আজ্ঞে, সে তো সাত ক্রোশ হবে। আজ সেখানে যাবেন না। পথে ভীষ্মহাটের মাঠ, তার কাছে শ্মশান। সেখানে ডাকাতের ভয়।"

ডাক্তার বললেন, "বাবা রোগী কষ্ট পাচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।"

তিন্নি খালের ধারে যখন পাল্‌কি এল রাত্রি তখন দশটা। বাঁধন আল্‌গা হয়ে পাল্‌কির ছাদ থেকে ডাক্তারের বাক্সটা গেল পড়ে। কাস্টর অয়েলের শিশি ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। বাক্সটা তো ফের শক্ত করে বাঁধলে। কিন্তু আবার বিপদ। খাল পেরিয়ে আন্দাজ দু-ক্রোশ পথ গেছে, এমন সময় মড়্ মড়্ করে ডান্ডা গেল ভেঙে, পাল্‌কিটা পড়ল মাটিতে। পাল্‌কি হালকা কাঠে তৈরি; বিশ্বম্ভরবাবুর দেহটি স্থূল।

আর উপায় নেই, এইখানেই রাত্রি কাটাতে হবে। ডাক্তারবাবু ঘাসের উপর কম্বল পাতলেন, লণ্ঠনটি রাখলেন কাছে। শম্ভুকে নিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

Scanned with CamScanner